

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

কীটতত্ত্ব বিভাগ

ভিশন

চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রনে গবেষণালব্ধ সফল বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে বাংলাদেশের চা এর উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

মিশন

চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা আওতায় নতুন কীটতাত্ত্বিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত কীটতাত্ত্বিক পদ্ধতির উন্নতিকরণের মাধ্যমে ভিশন অর্জন করা।

কার্যাবলী

কীটতত্ত্ব হল প্রাণীবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা যেখানে পোকামাকড়ের জীবনচক্র, বাস্তুসংস্থান, ক্ষতির প্রকৃতি ও তাদের দমন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করা হয়। কীটতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এসব পোকামাকড়ের জীবন চক্র, জীববৈচিত্র্য এবং আধিক্য দমনে যুগোপযোগী ফলিত গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তাই কীটতত্ত্ব বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম মূলত উপযোগী কৌশল সম্পন্ন ও মাঠ পর্যায়ের সঙ্গতিপূর্ণ, যা চা শিল্পের দৈনন্দিন ও দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা পূরণে সক্ষম।

বিটিআরআই এর কীটতত্ত্ব বিভাগের মূল কার্যক্রমগুলি নিম্নরূপঃ

১. চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রনে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম ফলমূলেশন ও পরিচালনা করা।
২. চা বাগানের নার্সারীর জন্য মাটি কীটতত্ত্ব বিভাগ কৃমিপোকা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রদান।
৩. চা বাগানের বালাই সমস্যা সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করে তার যথাযথ সমাধান প্রদান।
৪. চা বাগানসমূহে তাৎক্ষণিক পেস্ট কমপ্লেক্স সমস্যার সমাধান।
৫. চায়ে মাঠ পর্যায়ের কীটনাশকের কার্যকারিতা নির্ণয় প্রমিতকরণ।
৬. চা বাগানের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সমন্বিত যুগোপযোগী বিভিন্ন সার্কুলার প্রণয়ন।
৭. তৈরি চায়ের রেসিডিউ বিশ্লেষণ ও বাণিজ্যিক কীটনাশকের ফরমুলেশন বিশ্লেষণ।
৮. বিটিআরআই কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক কোর্স ও পিজিডি কোর্সে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা।
৯. চায়ের বালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা পরিচালনা করা।
১০. সর্বে পরিপরিচালক, বিটিআরআইকে প্রশাসনিক কাজে ও পলিসি তৈরিতে সক্রিয় সহায়তা করা।

চলমান গবেষণা কার্যক্রম

১. চায়ের হেলোপেল্টিস (মশা) ও থ্রিক্স দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ও আঠালো ট্র্যাপ এর ব্যবহার মূল্যায়ন।
২. চায়ের ক্ষতিকর কৃমিপোকা নিয়ন্ত্রণে জৈব শুদ্ধিকারকের প্রভাব।
৩. চায়ের হেলোপেল্টিস, লাল মাকড় ও কৃমিপোকা দমনে দেশীয় গাছের নির্যাসের ব্যবহার মূল্যায়ন।
৪. চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে জৈব নিয়ন্ত্রকের সন্ধান ও সনাক্তকরণ।
৫. চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে মাকড়শা শিকারি ক্ষমতার মূল্যায়ন।
৬. চায়ের ক্ষতিকর কৃমিপোকা নিয়ন্ত্রণে পতঙ্গভোজী জীবাণুর এর ব্যবহার মূল্যায়ন।
৭. চায়ের হেলোপেল্টিস, লাল মাকড়, উইপোকা, কৃমিপোকা, জাবপোকা ও থ্রিক্স দমনে বালাইনাশকের এর ব্যবহার মূল্যায়ন।
৮. একটি আদর্শ চা বাগানের জন্য বালাইনাশকের সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার প্রমিতকরণ।

৯. চায়ের মৃত্তিকা অনুজীবের উপর কৃমিপোকানাশক ব্যবহারের প্রভাব।
১০. চা গাছের বুশ থেকে মগ পর্যন্ত স্তরচরাচর ব্যবহৃত বালাইনাশকের অপচয় বিন্যাস নির্ণয়।

কীটতত্ত্ব বিভাগের অর্জনসমূহ

১. চায়ের পোকামাকড়ের জরিপকরণ ও প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড় শনাক্তকরণ।
২. চায়ের প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের জৈব বাস্তুসংস্থান পরিশীলন।
৩. চায়ের প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের ক্ষতির মাত্রা নির্ণয়।
৪. চায়ের পোকামাকড় দমনে সমন্বিত পেস্ট ব্যবস্থাপনা কৌশল নিরূপন।
৫. চায়ের প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড় যেমন- হেলোপেল্টিস, লাল মাকড়, উইপোকা প্রতিরোধী ক্রোনজাত শনাক্তকরণ।
৬. চায়ের ক্ষতিকর কৃমিপোকা নিয়ন্ত্রণে জৈব নিয়ন্ত্রক জেমন-শিকারি পোকা, পতঞ্জভোজী জীবাণু শনাক্তকরণ ও এর ব্যবহার।
৭. চায়ের পোকামাকড় দমনে জৈব বালাইনাশক হিসেবে দেশীয় গাছের নির্যাস এরব্যবহার।
৮. চায়ের পোকামাকড় দমনে রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার প্রমিতকরণ।
৯. তৈরী চায়ে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ নির্ণয় ও নিরাপদ পাতা চয়কাল নির্ধারণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

নিরাপদ চা উৎপাদনে চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

কীটতত্ত্ব বিভাগের জনবল

জনবল	অনুমোদিত পোস্ট	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা(পিএসও)	১	-	১
২। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা(এসএসও)	১	১	-
৩। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা(এসও)	২	২	-
৪। উর্ধ্বতন খামার সহকারী (এসএফএ)	১	-	১
৫। গবেষণাগার সহায়ক (এলএইচ)	১	১	-
৬। অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	১	১	-

(মোহাম্মদ শামীম আল মামুন)

উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ও বিভাগীয় প্রধান

কীটতত্ত্ব বিভাগ।